তারিখ: 10 AUG 2015
পৃষ্ঠা: ..... কলাম: .....
কালের কণ্ঠ

'মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার সবার'

টক শো

শান্তিচুক্তির সুবাদে সশস্ত্র সহিংসতার অবসান হয়। ত্রিপুরা থেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফেরে প্রায় ৭০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী। তবে ভূমি অধিকারসহ শান্তিচুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসেনি। আর সংবিধানে আদিবাসীর অস্তিত্ব, তথা ভাষা-সংস্কৃতির স্বীকৃতিদানের দাবি এখনো রয়েছে অধরাই

সঞ্জিব দ্রং

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

আদিবাসী শিশু-কিশোরদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। বিশ্বের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের নিয়েও সরকারের আরো গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামাল। তিনি বলেছেন, পাহাড় ও সমতলের ভাষাগত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে মাতৃভাষায় পাঠে বেহাল চিত্র প্রায় একই। পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ, কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে ব্যক্তি উদ্যোগে বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে অল্প কয়েকটি চাকমা, মারমা, সাঁওতাল ও রাখাইন ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্র্যাকসহ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে এসেছে এ ক্ষেত্রে। তবে সরকারিভাবে তাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। কারণ তারা নিজেদের জাতিসত্তা নিয়ে বাঁচতে চায়। তারা অনেক দিন ধরে বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাদের আদিবাসী অধিকার চাইছে। সরকার দিচ্ছে না।

শনিবার রাতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল টুয়েন্টিফোরের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক টক শো 'পূর্বাপর' অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সাংবাদিক শেখ ফাতিমা ওয়ারার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিব দ্রং।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক বলেন, আগামীকাল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এ দিবস সামনে রেখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা আবারও তাদের আদিবাসী স্বীকৃতির দাবিটি সরকারের কাছে নিশ্চয় জানিয়েছে। কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

জবাবে সঞ্জিব দ্রং বলেন, এখন সরকারের কাছে আমাদের একটিই দাবি, সরকার যেন আমাদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। না হলে আমাদের অনেক কাজে স্বীকৃতি মিলবে না। আমরা এখনো মাতৃভাষায় শিক্ষা পাচ্ছি না। অনেক জায়গায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় আদিবাসী স্কুল নেই।

তিনি আরো বলেন, দেশের প্রায় ৭০টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ২৫ লাখের বেশি মানুষ হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় ব্যবহার করছে নিজস্ব মাতৃভাষা। পাশাপাশি বাঙালির সঙ্গে ভাব বিনিময়ে তারা ব্যবহার করে বাংলা। প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব প্রাচীন ভাষা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তবে কয়েকটি জনগোষ্ঠীর ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। এ জন্য তারা রোমান ও বাংলা হরফ ব্যবহার করে। তিনি আরো বলেন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খসরা সংবিধান রচনাকালেই কিংবদন্তিসম পাহাড়ি নেতা, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য এম এন লারমা সংবিধানে বাঙালি জাতির পাশাপাশি সব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকারের কথা সংযুক্ত করার দাবি জানান। সে সময় তাঁর দাবিটি উপেক্ষিত হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস গড়ায় প্রায় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে, সে ইতিহাস অবশ্য অনেকেরই জানা। এরপর শান্তিচুক্তির সুবাদে সশস্ত্র সহিংসতার অবসান হয়। ত্রিপুরা থেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফেরে প্রায় ৭০ হাজার পাহাড়ি শরণার্থী। তবে ভূমি অধিকারসহ শান্তিচুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসেনি। আর সংবিধানে আদিবাসীর অস্তিত্ব, তথা ভাষা-সংস্কৃতির স্বীকৃতিদানের দাবি এখনো রয়েছে অধরাই।

এ পর্যায়ে অধ্যাপক মেজবাহ কামাল বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শুরু করতে হবে পাঠদান। নিজস্ব হরফ বা বর্ণমালা না থাকায় গারো ও ত্রিপুরা ভাষায় রোমান হরফে এবং বাংলা বর্ণমালায় সাদ্রি ভাষায় লেখা হচ্ছে পাঠ্য বই। তবে বর্ণমালার বিতর্ক মীমাংসার অপেক্ষায় রয়েছে সাঁওতালি ভাষা। বাংলাদেশের সাঁওতালরা বহু বছর ধরে একই সঙ্গে রোমান ও বাংলা হরফে নিজ ভাষার চর্চা করছে। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারির গৌরব হচ্ছে সব মাতৃভাষার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাই বহু ভাষাভাষীর বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাটুকু নিজ নিজ মাতৃভাষায় লাভ করবে, এটি একটি মৌলিক মানবিক অধিকার। দেরিতে হলেও সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর বহু বছরের পুরনো এই দাবির অনুকূলে সাড়া দিয়েছে। এখন আমরা চাই, এর দ্রুত বাস্তবায়ন। পাশাপাশি আমরা নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য চাই একটি 'আদিবাসী একাডেমি'।